10 JAN 2017

শিক্ষাজীবনে ঢোকার প্রথম ধাপেই অনেক শিক্ষার্থীকে তাদের বাবা-মায়ের পছন্দের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্ভট সব পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে। আবার কেউ কেউ কোনো এক বিশেষ ক্ষমতাবলে সে পদ্ধতিতে বাছাই না হলেও ভর্তি হতে পারছে। শিক্ষাজীবনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের অন্তঃজগৎ ও বহিঃজগৎ মিলে প্রচণ্ড রকমের গোলকধাঁধা তৈরি হওয়ার পর তারা প্রবেশ করছে শিক্ষাজীবনে।

এরপর শুরু হয় প্রচলিত কিছু 'তত্ত্ব' প্রয়োগ। 'অমুক' স্যার ক্লাস নেন, সুতরাং তার কাছে কোচিং না করলে ফেল করিয়ে দেবেন, 'তমুক' স্যার তো পরীক্ষার আগে যা যা সাজেশন দেন তার পুরোটাই পরীক্ষায় আসে, আরে 'ওই' স্যারের কাছে পড়লে পরীক্ষার খাতায় কিছু লেখো আর না লেখো— নম্বর পাবা নিশ্চিত। এই 'অমুক' 'তমুক'-এর চক্করে কখন যে বিদ্যালয় জীবন শেষ করে ফেলে শিক্ষার্থীরা তা তারা নিজেরাও ঠাওর করতে পারে না। বিদ্যালয় জীবনের মধ্যপথে আর শেষ প্রান্তে হওয়া পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় তারা অংশগ্রহণ করে (বা করতে বাধ্য হয়) 'অত পার্সেন্ট শিওর কমন' ধাঁচের কিছু সহায়িকার ওপর নির্ভর করে এবং এর ওপরও 'অমুক' 'তমুক'-এর প্রচণ্ড প্রভাব কাজ করে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাজীবনেও এ ধারার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। তবে এ পর্যায়ে এসে 'অমুক' 'তমুকরা' প্রচণ্ড রকমের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেন, আর তা হল অসংখ্য শিক্ষার্থীর স্বপ্নকে তারা নষ্ট করে দেন (অবশ্যই সবাই এ রকম নয়, তবে বেশিরভাগ)। তারা বারবার শিক্ষার্থীদের জীবনে ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার ফরমান জারি করেন এবং শিক্ষার্থীরা কোথায় কোথায় স্নাতক পড়তে পারবে না বলে তারা ব্যর্থ হয়ে উঠবে তার একটি লম্বা তালিকা ধরিয়ে দেন।

ইয়াসির আরাফাত বর্ণ

রঙ্গে ভরা পড়ালেখা

রঙ্গে ভরা এ দেশে এত রকমের প্রতিকূলতার পরও যেসব শিক্ষার্থী স্নাতক পর্যন্ত আসতে পারে, তাদের নিঃসন্দেহে মহাসৌভাগ্যবান হওয়ার কথা। কিন্তু আসলেই কি তাই? স্নাতকে আসার পর তাদের পড়তে হয় নতুন ধরনের বিড়ম্বনায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের একটি বড় অংশ তাদের শিক্ষকদের খুঁজে পেতে পেতেই কাহিল হয়ে যায়। শিক্ষকরা (এক্ষেত্রেও সব শিক্ষক নয়) এমন সব বাহারি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন যে, সবকিছুই হয়, শুধু পড়ানোটা ছাড়া। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষার্থীরা নয়, অভিভাবকরাও কাহিল হয়ে ওঠেন এবং তা হয় টাকার পরিমাণ গুনতে গুনতে আর আমজনতার টিপ্পনি শুনতে শুনতে। বাকি থাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে দেখা যায়, বেশিরভাগ কলেজগুলোয় শিক্ষকরা ক্লাস তো ভালোভাবে নেনই না, উল্টো তাদের কাছে অনেকটা কোচিংয়ের মতো করেই প্রাইভেট পড়তে হয়।

পুরো যে প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করলাম তাতে বোঝাই যায়, লম্বা শিক্ষাজীবনে শিক্ষার্থীদের দেয়ালে পিঠ ঠেকতে ঠেকতে নিজের ভেতরে গোপনে জিইয়ে রাখা চিন্তা-চেতনার যতটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা টিকিয়ে রাখার বাসনায় আরও বেশি দুশ্চিন্তা তাদের গ্রাস করে ফেলে। অসৎ হওয়ার যে অঘোষিত অথচ প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ শিক্ষার্থীরা শিশু বয়স থেকে পেতে শুরু করে, তা শেষ হয় মধ্য যৌবনে এসে। এত কিছুর ভিড়ে 'সততার' ধারণা বারুদের মতো হঠাৎ জ্বলে উঠে আশা দেখায়; কিন্তু স্থায়ীভাবে আলো বিকিরণ করতে পারার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

ইয়াসির আরাফাত বর্ণ : *শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*